যায়যায়দিন

তারিখ ... JUL 2009
পৃষ্ঠা ... ৩ ...

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে ৯ সমস্যা চিহ্নিত করেছে সংসদীয় উপকমিটি

যাযাদি রিপোর্ট

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত সংসদীয় উপকমিটি নয়টি প্রধান সমস্যা চিহ্নিত করেছে। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য কমিটি বিদ্যমান বৈষম্যের অবসান, নীতিমালার সংশোধন, অযৌক্তিক আদেশ প্রত্যাহার ও নতুন নীতিমালা প্রণয়নের সুপারিশ করেছে। এছাড়া শিক্ষার মান উন্নয়নে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশির) ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে শিক্ষা সংক্রান্ত সংসদীয় উপকমিটি। শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি (শিক্ষকদের বেতনের সরকারি অংশ) বিষয়ক দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত মাউশির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনার সুপারিশ করেছে সংসদীয় উপকমিটি।

সংসদীয় উপকমিটি চিহ্নিত সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, শিক্ষা পরিচালনা, উচ্চতর স্কেল, শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি, বেতন-ভাতা বাবদ সরকারি অনুদান (এমপিও) প্রদান ও ছাত্রছাত্রীর অনুপাত।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য অধ্যক্ষ মো. শাহ আলমকে আহ্বায়ক করে সংসদ সদস্য কাজী ফারুক কাদের ও শেখ ওয়াবকে নিয়ে এই উপকমিটি গঠন করা হয়। গত সপ্তাহে কমিটি তাদের রিপোর্ট জমা দেয়।

উপকমিটি বলেছে, প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামোর দুর্বলতা, সুস্পষ্ট নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে মন্থরতা, ব্যক্তিস্বার্থ ও রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে শিক্ষা মানের উন্নয়ন ঘটছে না। বিদ্যমান তিনটি ধারায় (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) শিক্ষা ব্যবস্থায় রয়েছে সমন্বয়হীনতা। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায়' বেশিরভাগ সরকারি সহায়তার অধীন হলেও সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে রয়েছে বিরাট বৈষম্য। মাধ্যমিক শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হলেও এ ক্ষেত্রকে কোনো প্রকার গুরুত্ব দেয়া হয়নি।

উপকমিটির পর্যবেক্ষণে মাউশিকে শিক্ষকদের 'ভোগান্তির একটি কেন্দ্র' বলা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে, দেশের শিক্ষার মান উন্নয়নে এর কোনো

মাউশির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

ভূমিকা প্রত্যক্ষ করা যায় না। বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিভুক্তির জন্য এটি হয়রানিমূলক একটি প্রতিষ্ঠান। উপকমিপি এমপিওভুক্তি নীতিমালায়ও নানা অসঙ্গতি তুলে ধরেছে। কোনো শিক্ষক এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ দিলে এমপিওভুক্তিতে সমস্যায় পড়তে হয়। মাউশি নানা অজুহাতে এমপিওভুক্তি বাতিল করছে। ১৯৯৫ সালে প্রবর্তিত 'জনবল কাঠামো'র একেক সময় একেক রকম ব্যাখ্যা দিয়ে মাউশি অধিদপ্তর থেকে এমপিও স্থগিত বা বাতিল করা হয়। উপকমিটি এমপিও সংক্রান্ত দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনা বাঞ্ছনীয় বলে সুপারিশ করেছে।

সংসদীয় উপকমিটি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা আনতে আগের মতো এ প্রতিষ্ঠানটিকে পৃথকীকরণের সুপারিশ করেছে। কারিকুলাম প্রণয়ন ও পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ কাজকে পৃথক করতে বলেছে কমিটি। এনসিটিবির নিজস্ব দক্ষ জনবল গড়ে তোলারও সুপারিশ করেছে কমিটি।

কমিটির পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে, সাধারণ শিক্ষা বোর্ডগুলো স্কুল ও কলেজের ব্যবস্থাপনা কমিটির পাল্টা-পাল্টি মামলা নিয়ে এবং শুধু পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠান নিয়েই ব্যস্ত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের মান উন্নয়ন ও শিক্ষকদের মান উন্নয়নের দিকে নজর নেই। বোর্ড কর্মচারীদের আন্তঃবোর্ড বদলির ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করেছে কমিটি।

শিক্ষা ব্যবস্থাপনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর সম্পর্কে উপকমিটি বলেছে, প্রতিষ্ঠানটি উপযুক্ত দক্ষতা প্রদর্শনে সক্ষম হচ্ছে না।

তাদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ রয়েছে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ জোরদার করতে নায়েমকে শক্তিশালী ও বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে নিজস্ব জনবল গড়ে তোলা প্রয়োজন বলে মনে করে উপকমিটি।

সংসদীয় উপকমিটি বলেছে, সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে চিহ্নিত সমস্যাগুলোর সমাধান করা গেলে শিক্ষাক্ষেত্রে যে স্থবিরতা ও শৃঙ্খলার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে তা বহুলাংশে নিরসন ঘটবে এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।